যুগান্তর

২২।৮।২০০৩

তারিখ
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

অধ্যক্ষ হত্যা

শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা এখন মরণ খেলায় পরিণত হইয়াছে। তদুপরি ঘটিয়াছে সহিংসতার দিক পরিবর্তন। এতদিন হানাহানি, খুনাখুনি ছাত্র নামধারী ক্যাডারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের জীবনও নিরাপদ নয়। গত বৃহস্পতিবার কুমিল্লার মুরাদনগর বদিউল আলম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সৈয়দ হাফিজউদ্দিন আহমদকে তাহার কক্ষে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। তাহার অপরাধ তিনি ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের অবৈধ কার্যকলাপ মানিয়া লইতে পারেন নাই। সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত কতিপয় তথাকথিত ছাত্রনেতা তাহাকে ছাত্র সংসদের ভিপি-জিএসের কক্ষ খুলিয়া দিবার জন্য চাপ প্রদান করিয়াছিল। অধ্যক্ষ এই চাপের নিকট নতি স্বীকার না করায় তাহারা তালা ভাঙ্গিয়া কক্ষ দখল করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ থানায় জিডি করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া সন্ত্রাসীরা দিনদুপুরে কলেজের শিক্ষক কক্ষে ঢুকিয়া অন্য শিক্ষকদের সামনে অধ্যক্ষকে গুলি করিয়া হত্যা করে।

কলেজের অভ্যন্তরে একই কলেজের ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের হাতে অধ্যক্ষ খুন হইবার ঘটনা বাংলাদেশে সম্ভবত ইহাই প্রথমবারের মতো ঘটিল। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার সরদার আবদুর রাজ্জাক সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে আবার শিক্ষকের রক্তে বাংলার মাটি কলঙ্কিত হইয়াছে। খুলনার ঘটনা রাস্তায় ঘটিয়াছিল এবং ইহার সহিত পারিবারিক ও রাজনৈতিক বিরোধের সম্পৃক্ততা আছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। কিন্তু মুরাদনগরে কলেজের অভ্যন্তরে যাহা ঘটিল তাহার সহিত রাজনৈতিক, পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত শত্রুতার কোন সম্পর্ক নাই। শুধু ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের ঔদ্ধত্যকে প্রশ্রয় দেন নাই বলিয়া অধ্যক্ষকে জীবনের বিনিময়ে নীতিনিষ্ঠার মূল্য পরিশোধ করিতে হইয়াছে। অধ্যক্ষকে যাহারা খুন করিয়াছে তাহাদেরকে স্থানীয়ভাবে সকলে চিনে। চেনা সন্ত্রাসীরা অনেকের সামনে অধ্যক্ষকে খুন করিয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া যাইতে সক্ষম হইল– ইহাতে বোঝা যায় যে, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সামনে কতটা অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। যেই সন্ত্রাসীরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছে তাহাদের নিশ্চয়ই খুঁটির জোর আছে। খুঁটির জোরের প্রশ্রয় পাইয়া অনেক অপকর্ম ঘটাইবার পরই কেবল অধ্যক্ষকে কলেজের অভ্যন্তরে খুন করিবার মতো দুঃসাহস প্রদর্শন সম্ভব। এই সকল ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী যদি তাহাদের অতীত দুষ্কর্মের জন্য যথাযথ শাস্তি ভোগ করিত তাহা হইলে এই কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটিত না বলিয়া আমরা মনে করি। ক্যাডারসর্বস্ব ছাত্র রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনকে অনেক পূর্বেই নিরীহ ছাত্রদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই ঝুঁকি শিক্ষকদের জন্যও সম্প্রসারিত হওয়ায় বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, অবস্থা ক্রমশ ভয়াবহ রূপ লইয়াছে। অধ্যক্ষের রক্তে রঞ্জিত ক্যাম্পাস যদি আইন রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এবং ক্যাডারসর্বস্ব রাজনীতির হোতাদের বোধোদয় না ঘটায় তবে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অতএব, এই মুহূর্তে প্রয়োজন কঠোরতম পন্থায় ক্যাম্পাসসমূহ সন্ত্রাসমুক্ত করা। ছাত্র নামধারী চিহ্নিত যে সকল সন্ত্রাসী এই হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছে তাহাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করিয়া আইনের হাতে সোপর্দ করা হইবে ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।